৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ হাদীছ বুঝার কিছু মৌলিক নীতিমালা

ইসলামী শারীয়া'হ আল-ক্বুরআনের পরেই হাদিছকে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামী বিধানে আইনের উৎস হিসাবে ক্বুরআনের পরেই হাদিছের স্থান। তাইতো চলার পথে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আল্লাহর কিতাবে এর সমাধান খুঁজতে হবে এবং আল-ক্বুরআনে পাওয়া না গেলে হাদীছ দেখতে হবে। বর্নিত হয়েছেঃ

ইয়ামানের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাঃ ইয়ামানের গভর্নর হিসাবে মুয়া'য বিন জাবাল রাঃকে নিযুক্ত করেন (এবং মদিনাহ থেকে ইয়ামান পাঠিয়ে দেন)। যাত্রাকালে রাসূল সাঃ বললেনঃ মুয়া'য! কোনো সমস্যা দেখা দিলে কি ভাবে সমাধান করবে? মুয়া'য বললেনঃ আল্লাহর কিতাব মেনে।

রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে কি করবে?

মুয়া'য বললেনঃ রাসূলের সুন্নাহ মতে।

রাসূল সাঃ বললেনঃ রাসূলের সুন্নাতে না পাওয়া গেলে কি করবে?

মুয়া'য বললেনঃ তখন আমি ইজতিহাদ করব।

রাসূল সাঃ তার বুক চাপড়ালেন এবং বললেনঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি রাসূলের দূতকে এমন সক্ষমতা দান করেছেন যাতে রাসূল সন্তুষ্ট। (আহমাদ, আবু-দাউদ, তিরমিযীঃ হাদীছটি কারো বিচারে সাহীহ, আর কারো বিচারে দ্বাইফ)

ইসলামে আইনের উৎস হিসাবে আল-কুরআনের স্থান সবার উপর এবং আল-কুরআনের পরই হাদীছ। সুতরাং আসুন হাদীছ ও হাদীছের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেই।

হাদীছ পরিচিতিঃ রাসূল সাঃর কথা, কাজ, গুনাগুন ও সমর্থনকে হাদীছ বলে। তবে বিভিন্ন কারনে সকল হাদীছের গুনগত মান বা ব্যবহারিক মূল্যায়ন সমান হয় না। কারন হাদিছগুলোকে মোট ৮টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং এর প্রতিটি শ্রেণীর/স্তরের হাদীছের গুনগত মান এবং এসব হাদীছ গ্রহন করার বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। হাদীছের ৮টি স্তর হচ্ছেঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ, হাসান, দ্বাইফ, দ্বাইফ জিদ্দান, মাতরুক, মাওদ্বু'।

শ্রেণী বিন্যাসের কারনঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল সা.র কথা, কাজ, গুনাগুন ও কোনো কাজের প্রতি সমর্থনকে হাদীছ বলে। আমরা রাসূল সাঃকে দেখিনি বা রাসূল সা. থেকে সরাসরি শুনিনি। রাসূলের হাদীছ আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগ্রহ করে থাকি।

আমরা যেসব কিতাব থেকে হাদীছ সংগ্রহ করে থাকি এর কোনোটিই রাসূল সা.র নিজের লিখা নয় বা রাসূল সা. থেকে সরাসরি শুনেছেন এমন কারো লিখা নয়। এসব কিতাব যারা লিখেছেন তারা কেউ রাসূল সা.কে দেখেননি বা রাসূল সা. থেকে সরাসরি শুনেননি। এসব হাদীছ তারা সংগ্রহ করেছেন ধারাবাহিক বর্ননার মাধ্যমে।

হাদিছ বর্ননার এই ধারাবাহিকতাকে **ইসনাদ** বলা হয়। আর বর্ননার ধারাকে বলা হয় হাদিছের **সনদ।** যেমন বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদিছের সনদে বলা হয়েছে,

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেছেনঃ আমাদের কাছে হাদীছটি বর্ননা করেছেন **আব্দুল্লাহ বিন মূসা**, উনাদেরকে এ হাদিছের সংবাদটি দিয়েছেন **হানযালাহ বিন আবু-সুফিয়ান**। উনি হাদীছটি সংগ্রহ করেছেন **ই'করামাহ বিন খালিদ** থেকে, ই'করামাহ হাদীছটি সংগ্রহ করেছেন **আব্দুল্লাহ বিন উ'মর** থেকে, আব্দুল্লাহ বিন উ'মর বলেন, **রাসূল সা.** বলেছেনঃ ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটিঃ

- "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্য দেয়া,
- সালাত কায়েম করা,
- যাকাত আদায় করা,
- হাজ্জ করা
- এবং রামাদ্বানের রোজা রাখা। (বুখারীঃ ৮, মুসলিমঃ ১৬)

যারা হাদীছ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন উনাদেরকে হাদীছের **ইমাম** বলা হয়। যারা হাদীছটি বর্ননা করেছেন উনাদের বলা হয় **রাওয়ী**। আর বর্নিত হাদিছকে বলা হয় **রিওয়ায়াত**। যেমন উল্লেখিত হাদিছে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হলেন হাদিছের ইমাম। আর আব্দুল্লাহ বিন মুসা, হানযালাহ বিন আবু-সুফিয়ান, ই'করামাহ বিন খালিদ ও আব্দুল্লাহ বিন উ'মর, উনারা হলেন রাওয়ী।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উল্লেখিত হাদিছটি সংগ্রহ করে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে হাদিছের ইমাম ও রাসূল সা.র মধ্যখানে ৪জন রাওয়ী রয়েছেন।

এই রাওয়ীগণের গুনগত মানের কারণেই হাদীছ মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ, দ্বাইফ, দ্বাইফ জিদ্দান, মাতরুক ও মাওদ্বু' হয়। বিষয়টি সঠিক ভাবে বুঝতে হলে এর আগে আরো একটি বিষয় বুঝতে হবে। আর তা হল..

শয়তানের চালঃ রাসূলগণ যখন জনতার সামনে কথা বলেন তখন মাঝে মাঝে শয়তান রাসূলের কথার সাথে তার কথাকে যুক্ত করে দেয়। শয়তান তার কথাকে রাসূলের কথার সাথে মিশিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা শয়তানের কথাকে রাসূলের কথা মনে করে বিভ্রান্ত হয় এবং এসব কথাকে আমলে নিয়ে (নেকির কাজ মনে করে) পাপের পথে ধাবিত হয়।

কুরআন হাদীছ সম্বন্ধে পরিপক্ষ জ্ঞান রাখে না অথচ দ্বীন মেনে চলতে চায় এমন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা শয়তানের এক কার্যকারী কৌশল আর এটা হচ্ছে বিদয়া'তের মূল উৎস। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (54)

৫২. ইতোপূর্বে আমি যত নবী ও রাসূল পাঠিয়েছি তারা যখন (জনতার সামনে) আল্লাহর বাণী পাঠ করত তখন শয়তান তাতে সংযোজন করে দিত। তবে আল্লাহ্ (সর্বযুগেই) শয়তানের সংযোজনকে বিলুপ্ত করে তার বাণীকে সুসংহত করেছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী।

৫৩. শয়তানের সংযোজন দ্বারা আল্লাহ ওইসব মানুষকে পরীক্ষা করেন যাদের অন্তরে রোগ এবং যাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। নিশ্চয় পাপিষ্ঠরা চরম বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। (তাই তারা আল্লাহর কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছ ছেড়ে মুনকার, মাতরুক ও মাওদু' রিওয়াতের পিছু ছুটে)

৫৪. আর যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তারা জানে প্রভুর পক্ষ থেকে জ্ঞানই (তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানই) সঠিক। সুতরাং তারা এতেই আস্থা রাখে, ফলে তাদের অন্তর (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকে (তারা মাওদু' বা মুতরাক রিওয়ায়াতের প্রয়োজন মনে করে না।) আল্লাহ মুঅমিনদের পরিচালিত করেন সোজা পথে। (২২ হাজ্জঃ ৫২-৫৪)

জ্ঞাতব্যঃ বর্ণিত আছে একদা রাসূল সাঃ কুরাইশ নেতাদের সামনে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি সূরাহ নাজম পড়ছিলেন। যখন ১৯ ও ২০তম আয়াতে পৌছলেন যেখানে বলা হয়েছেঃ "তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উজ্জাহর কথা এবং তৃতীয় আরেকটি মানাতের কথা"? তখন শয়তান এর সাথে যুক্ত করে দিল "এসব অতি সুন্দর ও মহান। এদের শাফায়া'ত গ্রহণযোগ্য"। লোকজন ভাবল একথাও রাসূল সাঃ বলেছেন। রাসূলের মুখে দেবতার প্রশংসা শুনে মুশরিকরা খুব খুশি হল। (জালালাইন, কুরতুবী)

রাসূল সাঃর ইন্তেকালের পর শয়তান তার চাল অব্যাহত রেখেছে। কখনো মানুষের মাথায় আইডিয়া দিয়ে, কখনো নিজে মানুষের রূপ ধারণ করে রাসূলের নামে হাজারো মিথ্যা কথা রটিয়েছে। (তাইতো দেখা যায় কোনো মুহাদ্দিছ এক শহরে লোকজনকে হাদীছ শিখিয়েছেন। কিছুদিন পর অনেক খুঁজাখুঁজি করেও আর খুঁজ পাওয়া যায়নি) আর এসব রটনাকে হাদীছ হিসেবে মেনে নিয়ে শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

শয়তানের এ ফাঁদ থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য নিরলস ভাবে কাজ করেছেন হাদীছের ইমামগণ। তারা আজীবন মেহনত করে শয়তানের রটানো হাজারো কথার ভান্ডার থেকে রাসূল সাঃর হাদীছকে আলাদা করেছেন।

কাজটি করতে গিয়ে তারা হাজার হাজার রাওয়ী এবং রিওয়ায়াত সম্পর্কে অনুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আর এর আলোকে-ই হাদিছকে মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ, হাসান, দ্বাইফ, দ্বাইফ জিদ্দান, মাতরুক ও মাওদ্বু' ইত্যাদি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন..

মুতাওয়াতির হাদীছঃ যে হাদীছের রাওয়ী অনেক। এতো বেশী রাওয়ী হাদীছটি বর্ননা করেছেন যে, এতো মানুষ এক সাথে একই ব্যাপারে মিথ্যা বলার অবকাশ থাকে না এবং রাওয়ীর এ আধিক্য সর্বযুগেই বিদ্যমান ছিল (কোনো যুগেই দশের কম হয়নি) এমন হাদীছকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

মুতাওয়াতির হাদীছের বিধানঃ

- মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত রাসূলের হাদীছ হবার ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও শতভাগ (১০০%) নিশ্চিত
- মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয় একে বলা হয় ইলমু-ল-ইয়াক্বীন তথা সন্দেহ মুক্ত জ্ঞান।
- মুতাওয়াতির হাদীছ থেকে পাওয়া তথ্য ও বিধান সন্দেহাতীতভবে প্রমানিত হওয়ার কারনে তা মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক হয়ে যায় এবং এমন কোনো তথ্য বা বিধান অমান্য করা কুফর হয়।
- ঈমান আক্বাইদ এবং আইন ও বিধান সকল ব্যাপারেই মুতাওয়াতির হাদীছ দলীল হয়।
- ফিক্বহ শাস্ত্রে মুতাওয়াতির হাদীছকে ক্বাত্বয়ী' দলীল হিসেবে মানা হয়
- মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমানিত ইতিবাচক বিধান ফরজ আর নেতিবাচক বিধান হারাম হয়, (যদি এর বিপরিতে কোনো কারীনাহ (বিধিবদ্ধ কারন) না থাকে)

মুতাওয়াতির হাদীছ সংকলনঃ আল্লামাহ জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাহিঃ মুতাওয়াতির হাদীছ সংকলন করে একটি আলাদা কিতাব লিখেছেন। যার নামঃ "আল-আজহার আল-মুতানাছিরাহ ফি-ল-আখবার আল-মুতাওয়াতিরাহ"। তিনি উল্লেখিত কিতাবের একটি তালখীস (সার-সংক্ষেপ) ও লিখেছেন যা ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এক খন্ডে ছাপা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন জা'ফার রাহিঃও মুতাওয়াতির হাদীছ সংগ্রহ করে একটি আলাদা কিতাব রচনা করেছেন। নাম "নাজমু-ল-মুতানাছির মিনা-ল-হাদীছি-ল-মুতাওয়াতির"।

মাশহুর হাদীছঃ যে হাদীছের রাওয়ী মুতাওয়াতির হাদিছের মত বেশী নয়। তবে কোনো কালেই তিনের কম হয়নি, এমন হাদিছকে মাশহুর বলা হয়। মাশহুর হলেই হাদীছ সাহীহ হয়ে যায় না এবং মাশহুর হাদীছ সাহীহ না হলে

সাধারণ হাদীছের মতই বিবেচ্য হবে। তবে মাশহুর হাদীছের তিন বা অধিক সনদ সাহীহ হলে শতভাগ নিশ্চিত না হলেও মোটামোটি আস্বস্থ হওয়া যায় যে, এটা রাসূলের হাদীছ।

মাশহুর হাদীছ মানার বিধানঃ মাশহুর হাদীছ সাহীহ হলে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। তখন তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারো কারো মতে সাহীহ মাশহুর হাদীছ বিধান ও আক্বাইদ সব ব্যাপারেই দলীল হয় তবে অনেকের মতে শুধু ফিক্বহর ক্ষেত্রে দলীল হয়, ঈমান আক্বীদাহর ক্ষেত্রে দলীল হয় না। মাশহুর রিওয়ায়াত রাসূলের হাদীছ হওয়ার ব্যাপারটি শতভাগ নিশ্চিত নয় তাই এসব হাদীছ থেকে অর্জিত জ্ঞান ইলমু-ল-ইয়াক্বীন নয়, তাই মাশহুর হাদীছ না মানলে কুফর হয় না এবং এর দ্বারা প্রমানির বিধান ফরজ বা হারাম হয় না।

সাহীহ হাদীছঃ যে হাদীছে সনদের ধারাবাহিকতা সঠিকভাবে বিদ্যমান আছে, যার সকল রাওয়ী মান-সম্পন্ন, পুর্ন বিশ্বস্থ এবং হাদীছের পরিভাষায় ত্রুটিমুক্ত। উনাদের রিওয়ায়াতকে সাহীহ বলা হয়।

সাহীহ হাদীছ মানার বিধানঃ

- মুতাওয়াতির বা মাশহুর ছাড়া অন্য (তথা আযীয ও ওয়াহিদ মানের) হাদীছ সাহীহ হলেও তা রাসূলের হাদীছ হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না,
- আযীয বা ওয়াহিদ মানের হাদীছ দ্বারা প্রামানিত জ্ঞানকে ইলমু-য-যান্ন তথা সন্দেহযুক্ত জ্ঞান বলা হয়।
- আযীয বা ওয়াহিদ মানের সাহীহ হাদীছ না মানলে কুফর হয় না।
- আযীয বা ওয়াহিদ মানের সাহীহ হাদীছকে ফিক্বহ শাস্ত্রে যান্নী দালীল হিসেবে ধরা হয়। তাই এসব হাদীছ ঈমান ও আক্বাইদের ক্ষেত্রে দলীল হয় না। বরং শুধু আইন ও বিধানের প্রমানে দলীল হিসেবে মানা হয় এবং এর দ্বারা প্রমানিত বিধান ফরজ বা হারাম না হয়ে সুন্নত বা মাকরুহ হয়।

পর্যালোচনাঃ হাদীছ সাহীহ হবার ব্যাপারে সকল ইমামের শর্ত বা বিচারিক মান সমান নয়। কেউ কেউ এব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করেছেন, কেউ একটু ঢিলাঢালা। তাই সকল সাহীহ হাদীছের মান সমান নয়। মুহাদ্দিছ ইমামগণ সাহীহ হাদীছকে ৭টি স্তরে সাজিয়েছেন। যেমনঃ

১. প্রথম সারির সাহীহ হিসেবে ওইসব হাদীছকে ধরা হয় যা বুখারী মুসলিম উভয় কিতাবে স্থান পেয়েছে। এসব হাদীছ সংগ্রহ করে একটি স্বতন্ত্র কিতাবও লিখা হয়েছে। নামঃ "আল-লুঅ্লুউ ওয়া-ল-মারজান ফী মা-ত্তাফাক্বা আ'লাইহি-শ-শাইখান"।

২. ২য় সারির সাহীহ হিসেবে ওইসব হাদীছকে ধরা হয় যা শুধু বুখারীতে স্থান পেয়েছে।
৩. ৩য় সারির সাহীহ হিসেবে ওইসব হাদীছকে ধরা হয় যা শুধু মুসলিমে স্থান পেয়েছে।
৪. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বিচারে সাহীহ কিন্তু তাদের কিতাবে লিখা হয়নি।
৫. তারপর ওইসব হাদীছ যা শুধু বুখারীর বিচারে সাহীহ কিন্তু বুখারীতে লিখা হয়নি।

উল্লেখ্য ইমাম বুখারী বলেছেনঃ আমি এক লক্ষ সাহীহ আর দুই লক্ষ অন্য হাদীছ মুখস্ত করেছি। (তাইসীর মুস্তালাহ-ল-হাদীছঃ পৃঃ ৩৭) এই ১ লক্ষ সাহীহ হাদীছের মাঝে মাত্র চার হাজার হাদীছ বুখারীতে লিখা হয়েছে। তবে একই হাদীছ একাধিক বার লিখার কারনে বুখারীর মোট হাদীছ সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭২৭৫, (তাইসীর মুস্তালাহ-ল-হাদীছঃ ৩৮)

৬. তারপর ওইসব হাদীছ যা শুধু মুসলিমের বিচারে সাহীহ কিন্তু মুসলিমে লিখা হয়নি।
৭. তারপর ওইসব হাদীছ যা অন্য ইমামগণের বিচারে সাহীহ।

তবে মুসতাদরাক হা'কিম, সাহীহ ইবন হি'ব্বান, সাহীহ ইবন খুজাইমাহ ইত্যাদি কিতাবের সংকলক ইমামগণ অনেক সহজ শর্তে হাদীছকে সাহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই উনাদের বর্নিত অনেক সাহীহ হাদীছও অন্যদের কাছে দ্বাইফ। সুতরাং এসব হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা ভাল।

হাসান হাদীছঃ যে হাদিছের রাওয়ী বিশ্বস্থ তবে পুরা মান সম্পন্ন নয়। এমন হাদীছকে হাসান বলা হয়। হাসান হাদীছ অনেকটা সাহীহ হাদিছের মত।

দ্বাই'ফ হাদীছঃ দ্বাই'ফ অর্থ দুর্বল। যে হাদিছের এক বা একাধিক রাওয়ীর ব্যাপারে পুরা আস্বস্থ হওয়া যায় না, বরং উনাদের গুনগত মানে দুর্বলতা রয়েছে, এমন হাদীছকে দ্বাই'ফ হাদীছ বলা হয়। দ্বাই'ফ রিয়াওয়াত আসলে হাদীছ কি না, এব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই দ্বাই'ফ হাদীছ আক্বিদাহ বা বিধান কোনো ব্যাপারেই দলীল হয় না। শুধু দোয়া ও ফাজাইলের ব্যাপারে শোনা হয়।

দ্বাই'ফ জিদ্দানঃ দ্বাই'ফ জিদ্দান অর্থ অতি দুর্বল। যে হাদীছের এক বা একাধিক রাওয়ীর গুনগত মান খুবই দুর্বল, এসব হাদীছকে দ্বাই'ফ জিদ্দান বলা হয়। তাই এসব রওয়ায়াত মোটেইমেনে নেওয়া হয় না।

মাতরুক ও মুনকারঃ মাতরুক অর্থ পরিত্যাজ্য। যে রাওয়ী হাদীছ বর্ননায় মিথ্যুক হিসেবে প্রমানিত, তার রিওয়ায়াতকে মাতরুক ও মুনকার বলা হয়। এমন রাওয়ীর সকল রিওয়ায়াত পরিত্যাজ্য বলে হাদীছের ইমামগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

মাওদ্বুঃ মাওদ্বু' অর্থ জাল, বানোয়াট। যে রিওয়ায়াত রাসূলের হাদীছ নয় বরং শয়তান ও তার দুসরদের বানানো জাল বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এসবকে মাওদ্বু' বলা হয়। মাওদ্বু' যেহেতু মিথ্যা ও বানোয়াট, তাই এসব রাসুলের উপর সরাসরি মিথ্যাচার, এসব রিওয়ায়াতকে হাদীছ হিসেবে মেনে নেওয়া বা বর্ননা করা মহাপাপ এবং এর পরিনতি নিশ্চিত জাহান্নাম।

হুশিয়ারীঃ মাওদ্বু' রিওয়াত হাদীছ হিসেবে পরিচিত হলেও আসলে হাদীছ নয়। এসব হল রাসূল সাঃর নামে বানানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। তাই মাওদ্বু' হাদীছ ব্যবহার করে ওয়াজ নসিহত করা বা ধর্মীয় উপদেশ দেয়া রাসূল সাঃর নামে মিথ্যা বলার শামিল। আর জেনে বুঝে রাসূলের নামে মিথ্যা বলার পরিণতি জাহান্নাম। তাই সাবধান! বন্ধুগণ সাবধান!!

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে বুঝতেই পারছেন যে সাহীহ হাদীছে থাকলেই বা রাসূল সা. কোনো কাজ করলেই এটা ফরজ বা হারাম হয়ে যায় না, বরং রাসূল সাঃর কৃত কাজ কখনো ফরজ হয়, কখনো সুন্নত হয়, কখনো মুস্তাহাব হয়, কখনো মাকরুহ হয় আর কখনো এমন কিছুই হয় না। তিনি কখনো কোনো কাজ করে থাকেন শুধু বৈধতা প্রকাশ করার জন্য আর কখনো কোনো কাজ থেকে নিষেধ করে থাকেন শুধুই শিষ্ঠাচার শিখানোর জন্য। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

- রাসূল সা. হাজ্ব করেছেন এবং হাজ্ব করতে বলেছেন। আর আসলেই হাজ্ব করা ফরজ।
- রাসূল সা. কুরবাণী করেছেন, কুরবাণী করতে বলেছেন, কুরবাণী করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবুও কুরবাণী করা ফরজ নয় বরং হানাফী মতে ওয়াজিব আর অধিকাংশ ইমামের মতে সুন্নত।
- রাসূল সা. ফজরের সুন্নাত পড়েছেন, নিয়মিত পড়েছেন এবং পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক সাহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে। তথাপিও ফজরের সুন্নত ফরজ হয়নি বরং সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. অযু করার সময়ে কুল্লি করতে এবং নাকে পানি দিতে কঠিনভাবে আদেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে অনেক সাহীহ হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তথাপিও এসব ফরজ হয়নি, বরং হানাফী মতে সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. জুমুয়া'র দিনে গোসল করতে আদেশ করেছেন, তথাপিও এটা ফরজ হয়নি বরং মুস্তাহাব শ্রেণীর সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. তাহাজ্জুদ পড়েছেন, তাহাজ্জুদ পড়তে উৎসাহিত করেছেন, তথাপিও তাহাজ্জুদ ফরজ হয়নি বরং সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. উমরাহ করেছেন, উমরাহর জন্য দীর্ঘ সফর করেছেন, (হুদাইবিয়ার বছর) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উমরাহ করতে এসেছেন। উমরাহ করতে উৎসাহিত করেছেন। তথাপিও উমরাহ ফরজ হয়নি, বরং অনেক ইমামের মতে সুন্নত বা নফল হয়েছে।
- রাসূল সা. বাহনে চড়ে তাওয়াফ ও সায়ী' করেছেন, বাহনে বসে সালাত আদায় করেছেন। তথাপিও এটা ফরজ হয়নি বরং বৈধ হয়েছে।
- রাসূল সা. বাম পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করেছেন, ডান পা দিয়ে বের হয়েছেন, একবার স্ত্রী সহবাস করার পর আরেকবার করার আগে তথা দুই সহবাসের মধ্যখানে অযু করেছেন। তথাপিও এসব কাজ ফরজ হয়নি বরং আদব বা শিষ্টাচার হয়েছে।
- রাসূল সা. কাবাব (পোড়া বা ভাজা মাংস) খেয়েছেন, নাবীয (শুকনা ফল ভিজানো পানি) পান করেছেন, কদু খেয়েছেন, সাদা কাপড় পছন্দ করেছেন। তথাপিও এসব ফরজ হয়নি বরং ব্যক্তিগত পছন্দ বা মুস্তাহাব হয়েছে।
- রাসূল সা. খাদ্যের সাথে কাঁচা পিঁয়াজ খাননি। তথাপিও এটা হারাম হয়নি বরং ব্যক্তিগত অপছন্দ হয়েছে।
- রাসূল সা. কাঁচা পিঁয়াজ ও কাঁচা রসূন খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন, তথাপিও এটা হারাম হয়নি বরং মাকরুহ তানযিহী হয়েছে।
- এমনকি কোনো কাজ রাসূল সা. নিজে করেছেন বলে সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হওয়া সত্বেও অনেক ইমাম এটাকে মাকরুহ পর্যন্ত বলেছেন। যেমন..

হুযাইফাহ রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছে রাসূল সা. এলাকার আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। (বুখারীঃ ২২৪, পবিত্রতা অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ ১৫৮)

তথাপিও দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম নয় বরং অনেকের মতে মাকরুহ আর কারো কারো মতে মাকরুহও নয়। কারণ এটা রাসূল সাঃর সাধারণ অভ্যাস ছিল না বরং তিনি বৈধতা প্রকাশের জন্য কাজটি করেছেন।

ইবন উ'মার রা. বলেনঃ একদা আমি (আমার বোন রাসূল সাঃর স্ত্রী) হাফস্বার ঘরের (ছাদের) উপর আরোহণ করলাম। আমি দেখতে পেলাম নবী সা. শামের দিকে মুখ এবং ক্বিবলার দিকে পিঠ করে (পেশাব বা পায়খানার) হাজত পুরা করছেন। (তিরমিযীঃ ১১, পরিচ্ছন্নতা অধ্যায়, হাদীছটি সাহীহ) এতদসত্বেও হানাফীদের মতে পেশাব বা পায়খানার সময়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ করা মাকরুহ। শাফিয়ীদের মতেও উন্মুক্ত ময়দানে পেশাব বা পায়খানার সময়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ করা মাকরুহ।

আসলে কোনো কাজ ফরজ হবার জন্য "রাসূল সা. করেছেন বা করতে বলেছেন" শুধু এতোটুকু-ই যথেষ্ট নয়। বরং কোনো বিধান ফরজ হবার জন্য যদি মানসম্পন্ন দলীল অর্থাৎ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত অকাট্ট দলীল (তথা আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) বিদ্যমান থাকে এবং এর বিপরীতে মানসম্পন্ন কোনো দলীল না থাকে

কেবল তখনই এতা ফরজ হিসেবে গন্য হয়। সুতরাং আমাদেরকে এ বিষয়গুলো সদা মনে রাখতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। নতুবা বিধানের সঠিক মান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং এ ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে ধুম্রজাল তৈরি করা হবে আর এর ফলে বিভ্রান্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীছের মান নির্নয় বুঝার সহজ উপায়

হাদীছ	জ্ঞানের ধরন	দলীলের মান	ঈমান ও আক্বিদাহ	ফিক্বহ
মুতাওয়াতির	ইলমু-ল-ইয়াক্বীন	ক্বাত্বয়ী'	প্রমানের জন্য যথেষ্ট	ফরজ ও হারাম
মাশহুর	ইলমু-য-যান্ন	যান্নী	দ্বিমত	সুন্নত /মাকরূহ
সাহীহ ও হাসান	ইলমু-য-যান্ন	যান্নী	না..	সুন্নত/মুস্তাহাব /মাকরূহ
দ্বাইফ	গ্রহনযোগ্য নয়	গ্রহনযোগ্য নয়	গ্রহনযোগ্য নয়	গ্রহনযোগ্য নয়
দ্বাইফ জিদ্দান	গ্রহনযোগ্য নয়	গ্রহনযোগ্য নয়	গ্রহনযোগ্য নয়	গ্রহনযোগ্য নয়
মাতরুক/মুনাওকার	প্রত্যাখ্যাত	প্রত্যাখ্যাত	প্রত্যাখ্যাত	প্রত্যাখ্যাত
মাওদ্বু'	মেনে নেওয়া মহাপাপ	মেনে নেওয়া মহাপাপ	মেনে নেওয়া মহাপাপ	মেনে নেওয়া মহাপাপ

বিঃ দ্রঃ= কোনো কোনো হাদীছ এমন আছে যা রাসূল সা. ক্ষেত্র বিশেষে শুধু পরামর্শ হিসেবে বলেছেন, এসব হাদীছ বিধান হিসেবে দলিল হয় না। যেমন..

عن ابن عباس رضي الله عنهما **في قصة بريرة وزوجها قال :قال لها النبي** صلى الله عليه وسلم **لو رَاجَعْتِهِ؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال : إنما أشْفَع قالت: لا حاجة لي فيه - .رواه البخاري**

الشرح; كان زوج بريرة رضي الله عنها **عبدا يقال له مغيث** رضي الله عنه **وكانت بريرة** رضي الله عنها **تخدم عائشة** رضي الله عنها **قبل شرائها، فلما أعتقتها، وجُعِل لها الخيار في البقاء مع مغيث أو الفراق فارقته بريرة** رضي الله عنها **فكان مغيث** رضي الله عنه **بعد هذا التصدع الأسري يدور خلفها في سكك المدينة وطرقها يبكي ودموعه تسيل على لحيته؛ وهذا من شدَّة محبته لبريرة** رضي الله عنها **علَّها تراجع قرارها وترجع إليه .فقال النبي** صلى الله عليه وسلم **لبريرة** رضي الله عنها **لو راجعته لكان لك ثواب .فقالت بريرة** رضي الله عنها **يا رسول الله أتأمرني بمراجعته وجوبًا .فقال** صلى الله عليه وسلم **إنما أتوسط له .فقالت** رضي الله عنها **:لا غرض ولا رغبة لي في مراجعته**

বারীরাহ ও উনার স্বামীর ঘটনা প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস রা. বলেনঃ নবী সা. বারীরাহকে বলেছিলেনঃ "তার কাছে ফরে যাও" (তোমার জন্য এটা কল্যানকর হবে) বারীড়াহ বললঃ আপনি কী আমাকে আদেশ করছেন? নবী সা. বললেনঃ না, সুপারিশ করছি। বারীরাহ বললেনঃ না, আমার দরকার নেই। (বুখারী)

ঘটনাটি হলঃ বারীরাহ রা. একজন দাসী ছিলেন, উনার স্বামী ছিলেন মুগীছ রা., বারীরাহ রা. আ'ইশাহ রা.র সেবা করতেন। এক পর্যায়ে আইশাহ রা. বারীরাহকে খরিদ করে আযাদ করে দেন। ইসলামী আইন মতে দাসী আযাদ হয়ে যাওয়ার পর তার কাছে এখতিয়ার চলে আসে, সে তখন ইচ্ছা করলে আগের বিয়ে ঠিক রেখে স্বামীর ঘরে থাকতে পারবে আর চাইলে দাসী অবস্থায় বিয়ে করা স্বামীকে ত্যাগ করতে চলে যেতে পারবে। এ অধিকার পেয়ে বারীরাহ উনার স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।
স্বামি মুগীছ রা. বারীরাহকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বারীরাহর কেদে কেদে বারীরাহর পিছে পিছে মাদীনার অলিতে গলিতে চলতে লাগলেন। তার চুখের পানি দাড়ি ভিসে গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন বারীরাহ তার ঘরে ফিরে যাক। (বারীরাহ ও তার স্বামীর এ অবস্থা দেখে অনেকেরই মুগীছের প্রতি দয়া হল, রাসূল সা. উনার কাছে থাকা সাহাবাদের বললেনঃ দেখো! সে তার স্ত্রীকে কত ভালোবাসে আর স্ত্রী কীভাবে তাকে ত্যাগ করছে) নবী সা. বারীরাহকে বললেনঃ "তার কাছে ফিরে যাও, অনেক ছাওয়াব পাবে"। বারীরাহ বললেনঃ আপনি কী আদেশ দিচ্ছেন যে, আমি বাধ্য হয়ে তার কাছে ফিরে যাই"? নবী সা. বললেনঃ "না, আমি শুধু পরামর্শ দিচ্ছি"। বারীরাহ রা. বললেনঃ "তার কাছে ফিরে যেতে আমার কোনো আগ্রহও নেই, ইচ্ছাও নেই"।